রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১১, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/১১ জুন ২০১৫

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৫.১৪৪ - গত ৬ জুন ২০১৫ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সফর ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও ফলপ্রসূ। ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থল সীমান্ত চুক্তি সংক্রান্ত দলিল বিনিময় হয়। এর ফলে সাত দশকের সীমান্ত ও ছিটমহল সমস্যার সমাধান হতে যাচ্ছে। এ ছাড়া সড়ক, উপকূলীয় নৌ-পরিবহন, নিরাপত্তা, ব্লু-ইকোনমি, টেলিযোগাযোগ এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আটটি চুক্তি, ১১টি সমঝোতা স্মারক ও একটি কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম স্বাক্ষরিত, একটি ঘোষণা গৃহীত এবং একটি সম্মতিপত্র হস্তান্তরিত হয়েছে। এই অর্জন দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুরক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

২। দায়িত্ব গ্রহণের পর হতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও ভারতের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের পথ ধরে দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান সীমান্ত ও ছিটমহল সংক্রান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সফরের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার এই নিরন্তর প্রয়াস অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এটি বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য এক বিশাল প্রাপ্তি। বঙ্গবন্ধু-কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতা, গতিশীল নেতৃত্ব ও আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার এবং দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও সুখ্যাতির ফলেই এই ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

৩। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সকল বিষয়ের শান্তিপূর্ণ সমাধান ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতির মূল দর্শন। 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়'- বঙ্গবন্ধুর এই মহান নীতির সফল বাস্তবায়ন করেছেন তাঁর সুযোগ্যা কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের ফলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুই দেশের পররাষ্ট্রনীতির সাদৃশ্য কেবল বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কই সুদৃঢ় করবে না, এটি আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনেও অবদান রাখবে। অপর দুই প্রতিবেশী নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি এবং যাত্রী ও পণ্যের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

৪। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং বিরাজমান সকল সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিরসনের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার বাস্তবায়ন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সফল সফরের মধ্য দিয়ে। দুই দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই মৈত্রী ও সহযোগিতা দক্ষিণ এশিয়াসহ সমগ্র এশিয়ায় কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

৫। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম নিষ্ঠার সঙ্গে ও সুচারুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

৬। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফর সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/০৮ জুন ২০১৫ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৭। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উল্লিখিত প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসভার ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন প্রস্তাব

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
ঢাকা:----------
০৮ জুন ২০১৫

গত ৬ জুন ২০১৫ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সফর ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও ফলপ্রসূ। ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থল সীমান্ত চুক্তি সংক্রান্ত দলিল বিনিময় হয়। এর ফলে সাত দশকের সীমান্ত ও ছিটমহল সমস্যার সমাধান হতে যাচ্ছে। এ ছাড়া সড়ক, উপকূলীয় নৌ-পরিবহন, নিরাপত্তা, ব্লু-ইকোনমি, টেলিযোগাযোগ এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আটটি চুক্তি, ১১টি সমঝোতা স্মারক ও একটি কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম স্বাক্ষরিত, একটি ঘোষণা গৃহীত এবং একটি সম্মতিপত্র হস্তান্তরিত হয়েছে। এই অর্জন দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুরক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

দায়িত্ব গ্রহণের পর হতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও ভারতের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের পথ ধরে দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান সীমান্ত ও ছিটমহল সংক্রান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সফরের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার এই নিরন্তর প্রয়াস অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এটি বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য এক বিশাল প্রাপ্তি। বঙ্গবন্ধু-কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতা, গতিশীল নেতৃত্ব ও আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার এবং দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও সুখ্যাতির ফলেই এই ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সকল বিষয়ের শান্তিপূর্ণ সমাধান ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতির মূল দর্শন। 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়'- বঙ্গবন্ধুর এই মহান নীতির সফল বাস্তবায়ন করেছেন তাঁর সুযোগ্যা কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের ফলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুই দেশের পররাষ্ট্রনীতির সাদৃশ্য কেবল বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কই সুদৃঢ় করবে না, এটি আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনেও অবদান রাখবে। অপর দুই প্রতিবেশী নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি এবং যাত্রী ও পণ্যের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং বিরাজমান সকল সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিরসনের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার বাস্তবায়ন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সফল সফরের মধ্য দিয়ে। দুই দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই মৈত্রী ও সহযোগিতা দক্ষিণ এশিয়াসহ সমগ্র এশিয়ায় কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম নিষ্ঠার সঙ্গে ও সুচারুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফর সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd